সপ্তম দার্‌স

الدرس السابع

দুঃখের বছরঃ

عام الحزن:

কঠিন রোগ-ব্যাধি রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর চাচা আবূ তালেবের দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ছড়িয়ে যায়। সে মৃত্যু শয্যায় শায়িত হয়ে পড়ে। মুমূর্ষাবস্থায় যখন সে মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতর তখন রাসূলুল্লাহ-ﷺ-তার মাথার পার্শ্বে বসে মৃত্যুর পূর্বে তাকে কালেমায়ে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়ার অনুরোধ জানান। কিন্তু আবূ জেহেল সহ অসৎ সঙ্গীরা যারা তার পার্শ্বে ছিল, তাকে বাধা দিয়ে বললো, শেষমূহূর্তে পূর্ব পুরুষের ধর্ম ত্যাগ করবে? আব্দুল মুত্তালিবের ধর্ম থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে? শেষ পর্যন্ত সে মুশরিক হয়েই মারা গেলো। চাচার কাফের হয়ে মৃত্যু বরণ করার ফলেই রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর দুঃখ দ্বিগুণ বেড়ে যায়। আবূ তালেবের মৃত্যুর প্রায় দু'মাস পরে খাদীজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) ওফাত বরণ করেন। ফলে রাসূলুল্লাহ-ﷺ-অত্যন্ত চিন্তিত হোন। তাঁর চাচা আবূ তালিব এবং স্ত্রী খাদীজা (রাযিয়াল্লাহু আনহার)র মৃত্যুর পরে কুরাইশের ঔদ্ধত্য ও উপদ্রব আরো বেড়ে যায়।

রাসূলুল্লাহ-ﷺ-তায়েফেঃ কুরাইশের ধৃষ্টতা এবং মুসলিমদের প্রতি তাদের নির্যাতন ও নিপীড়নের নীতি অব্যাহত থাকার পর রাসূলুল্লাহ-ﷺ-তায়েফ গমনের সিদ্ধান্ত নেন। হতে পারে আল্লাহ তাদেরকে হেদায়েত দান করবেন। তায়েফ গমন সহজ ব্যাপার ছিল না। আকাশ চুম্বি উচুঁ উচুঁ পাহাড়ের কারণে পথ ছিল দুর্গম। তায়েফবাসীরা রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর সাথে সর্বাপেক্ষা মন্দ আচরণ করে। তারা তাঁর (রাসূলের) কথা তো শুনলোই না, বরং তাঁকে বিতাড়িত করে এবং শিশু ও কিশোরদেরকে তাঁর পিছনে লেলিয়ে দেয়। ফলে তারা রাসূলুল্লাহ-ﷺ-এর উপর প্রস্তর নিক্ষেপ ক'রে তাঁর গোড়ালীকে করে রক্তে রঞ্জিত। তিনি ভীষণ দুঃখিত হয়ে মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হোন। পথি মধ্যে জিবরীল-عليه السلام-পাহাড়ের দায়িত্বে নিযুক্ত ফেরেশতাসহ এসে বলেন, আল্লাহ পাহাড়ের দায়িত্বে নিযুক্ত ফেরেশতাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। আপনি যা ইচ্ছা নির্দেশ দিতে পারেন। ফেরেশতা আরজ করলেন, হে মুহাম্মাদ! আপনি যদি চান আমি তাদের উপর আখসাবাইন (মক্কাকে ঘিরে রাখা দুই পাহাড়) চেপে দিবো। তিনি বললেন, বরং আমি আশা করি আল্লাহ তাদের বংশ থেকে এমন লোক সৃষ্টি করবেন, যারা শুধুমাত্র আল্লাহরই ইবাদত করবে, তাঁর সাথে কোন শরীক স্থাপন করবে না। এটা হলো তাঁর মহান ধৈর্য এবং উম্মতের প্রতি চরম দয়ার পরিচয়। অথচ তাদের পক্ষ তিনি পেয়েছেন কঠিন নির্যাতন।

চন্দ্রের দু'টুকরো হওয়াঃ মুশরিকদের বহু দ্বন্দ্বের মধ্যে এটাও ছিলো যে, তারা তাঁর রিসালতের সত্যতা যাঁচাই করার জন্য বিভিন্ন অলৌকিক নিদর্শন দেখানোর দাবী করতো। আর এ ধরণের দাবী তারা বারংবার উত্থাপন করেছে। এক বার চন্দ্রকে দু'টুকরো করার দাবী করলো। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-আল্লাহর কাছে দুআ করলে তাদেরকে চন্দ্র দু'টুকরো করে দেখানো হয়। কুরাইশরা এ নিদর্শন দীর্ঘ সময় পর্যন্ত দেখতে থাকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা ঈমান আনে নি। বরং তারা বললো, মুহাম্মাদ আমাদেরকে যাদু করেছে। তন্মধ্যে এক ব্যক্তি বললো, আমাদেরকে যাদু করলেও সব মানুষকে তো আর যাদু করতে পারবে না। বহিরাগত মুসাফিরদের অপেক্ষা করো। বিভিন্ন মুসাফির আসলে জিজ্ঞেস করা হয় এবং তারা বলে, হ্যাঁ আমরাও দেখেছি। কিন্তু কুরাইশরা নিজেদের কুফরীতে জেদ ধরে রয়ে গেলো।